ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 024 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০২৪ ● কলকাতা ● ১১ মাঘ, ১৪৩২ ● রবিবার ● ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

কলমের শাস্তি! খুনের হুমকিতে দিন কাটছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের

দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হেদিয়া

দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে সত্য লেখার অপরাধে একের পর এক হামলা, মিথ্যা মামলা ও খুনের হুমকির মুখে দাঁড়িয়ে বাংলার লড়াকু সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। রাজ্যের প্রত্যন্ত সুন্দরবন লাগোয়া হেদিয়া গ্রামে আজও নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটছে তাঁর সপরিবারে—যদিও প্রশাসন ও আদালতের কাছে বারবার লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে।

প্রতিবাদী কলম থামাতে একাধিকবার হামলার চেষ্টা, জমি জবরদখল, মাছের ভেরিতে বিষ প্রয়োগ, বোমা নিক্ষেপ ও প্রকাশ্য খুনের হুমকির অভিযোগ উঠেছে সমাজবিরোধী চক্রের বিরুদ্ধে। অভিযোগ—রাজনৈতিক মদদে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না স্থানীয় পুলিশ। একাধিক মামলা এফআরটি (FRT) করে বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে।

মৃত্যুঞ্জয় সরদার শুধু একজন সাংবাদিক নন—তিনি একজন আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিত লেখক ও সম্পাদক। ভারত ছাড়াও বিদেশের বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি সংবাদমাধ্যমে নিয়মিত লিখছেন তিনি। তবু রাজ্যের মাটিতেই তাঁর পরিবার বঞ্চিত সরকারি সুযোগ–সুবিধা থেকে—মেলেনি আবাস যোজনা, অন্যান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা কিংবা স্থায়ী নিরাপত্তা। অসুস্থ পিতা–মাতা, স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে ভগ্নপ্রায় বাড়িতে বসবাস। নিজের গুরুতর শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও সমাজের অন্যায়–অবিচারের বিরুদ্ধে কলম থামাননি তিনি। আদালতের নির্দেশে নিরাপত্তার কথা বলা হলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন নেই—এমনই অভিযোগ।

সম্প্রতি ফের দা নিয়ে তাড়া, মধ্যরাতে বাড়ির সামনে সন্দেহজনক আনাগোনা এবং প্রকাশ্যে "মুন্ডু কেটে নেওয়ার" হুমকি—সব মিলিয়ে আতঙ্কের পরিবেশ। প্রশ্ন উঠছে, একজন সাংবাদিক যদি নিজের রাজ্যেই নিরাপদ না হন, তবে গণতন্ত্রের নিরাপত্তা কোথায়?সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোর মূল্য কি মৃত্যুই?

এই প্রশ্ন আজ বাংলার বিবেককে নাড়িয়ে দিচ্ছে। এদিকে রাজ্যে প্রতি বছর মুখ্যমন্ত্রীর কবিতার বই প্রকাশিত হয়। সাহিত্য উৎসবে আলো জ্বলে, মঞ্চে উঠে আসে সংস্কৃতির কথা। অথচ সেই রাজ্যেই আজ প্রশ্নের মুখে লেখক ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তা। দক্ষিণ ২৪ পরগণার জীবনতলা থানার অন্তর্গত হেদিয়া গ্রামের সাংবাদিক ও সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের অভিযোগ, দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে তাঁর কলমের জবাব মিলেছে প্রাণনাশের হুমকি, মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা এবং পরিকল্পিতভাবে জমি কেড়ে নেওয়ার চক্রান্তে।

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের দাবি, প্রশাসনের চোখের সামনেই তাঁর বসতভিটে ও চাষযোগ্য জমি রাতারাতি ৪১ জনের নামে রেকর্ড করে দেওয়া হয়। পরে সেই রেকর্ড বাতিল হলেও আজও জমি তাঁর নামে ফেরত দেওয়া হয়নি। বরং ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের একাংশের বক্তব্য—"লোকাল পঞ্চায়েত সমিতি যদি না করে, আমরা কী করব?" এই প্রশ্নই নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে—তবে আইন, আদালতের নির্দেশ এবং প্রশাসনিক দায়িত্বের মূল্য কোথায়?

সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয়, জমি সংক্রান্ত মামলা হাইকোর্টে রায় থাকার

সত্ত্বেও এবং কিছু ক্ষেত্রে রায় সাংবাদিকের পক্ষে থাকা সত্ত্বেও, ওই জমিতে গাছ কাটা, পুকুর ভরাট, মাছ চাষে বিষ প্রয়োগ করে সব মাছ মেরে ফেলার মতো একের পর এক অভিযোগ উঠছে। প্রতিবাদ করলেই মিলছে খুনের হুমকি। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে বাড়ির আশেপাশে দুষ্কৃতীদের আনাগোনা বেড়ে যায়, পরিবার নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হচ্ছে সাংবাদিককে।

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের আরও অভিযোগ, স্থানীয় থানার কিছু পুলিশ আধিকারিক রাজনৈতিক চাপ ও অর্থের বিনিময়ে সব জেনেও কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকা নিচ্ছেন। একদিকে অভিযোগ নেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে তদন্তের গতি প্রশ্নের মুখে। হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কার্যকর পুলিশি নজরদারি নেই বলে অভিযোগ।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন থেকে শুরু করে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থায় একাধিকবার লিখিত অভিযোগ জানানো হলেও বাস্তবে কোনও দৃশ্যমান হস্তক্ষেপ চোখে পড়ছে না। ফলে প্রশ্ন উঠছে—যেখানে একজন পেশাগত সাংবাদিক, যিনি দিনের পর দিন সত্য তুলে ধরেছেন, তিনি যদি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন, তবে সাধারণ মানুষের ভরসার জায়গা কোথায়?

গণতন্ত্রে কলম যাঁরা ধরেন, তাঁদের উপর যদি এইভাবে চাপ, হুমকি ও সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চলে, তবে তা শুধু একজন সাংবাদিকের ব্যক্তিগত লড়াই নয়—এটা গোটা ব্যবস্থার ব্যর্থতার ছবি। প্রশাসনের নীরবতা কি তবে এই অভিযোগগুলোকেই আরও শক্তিশালী করছে?

পর্ব 183

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

যখন আমরা নিজেকে প্রশ্ন করি, "আমি কে", তখন ভিতর থেকে আওয়াজ আসে, "আমি এক আত্মা" আর "আমি এক আত্মা"র বোধ হয়ে যায়। তখন আমাদের জ্ঞান হয়ে যায় যা আমি, আমার অহঙ্কার আমি করছিলাম, তা ছিল শরীরের অহংকার। বাস্তবে 'আমি' তো হলাম আত্মা। **ক্রমশঃ**

ভোটের আগে বুথভিত্তিক ভোটরক্ষা কমিটি গঠনের নির্দেশ অভিষেকের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটের আগে নিজেদের দলের কর্মীদের কড়া নির্দেশ। এবার ভোটরক্ষা কমিটি গঠনের নির্দেশ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বুথভিত্তিক ভোটরক্ষা কমিটি গঠনের নির্দেশ দিলেন তৃণমূলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক। নিজের দলের সাংসদদের কড়া বার্তা দিয়ে তৃণমূলের সেকেণ্ড ইন কমান্ড বলছেন, ''আমাদের হাতে আর ৩ মাস আছে। দলের প্রত্যেক নেতা, মন্ত্রীদের ভার্চুয়ার বৈঠক থেকে অভিষেকের কড়া বার্তা, ''হোয়াটসঅ্যাপে ভোট হয় না, হোয়াটসঅ্যাপে সরকার চলে না। ১ কোটি ৬৮ লক্ষ লোকের কাছে আমাদের পৌঁছতে হবে। হিয়ারিং করিয়ে তাঁদের নাম যেন চূড়ান্ত তালিকায় থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে। হোয়াটসঅ্যাপের স্ক্রিনশট নিয়ে আমরা আদালতে যাব। কাল ব্লকে ব্লকে মিছিল হবে, কমিশনে যাবে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। কাল ব্লকে ব্লকে ধিক্কার সভা হবে।''SIR-এর জন্য আর ২২দিন বাকি। আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপাতে হবে। দলের অনেক ওয়ার রুম কাজ করছে না। দলের কাজ না করলে, দল পাশে দাঁড়াবে না। সিরিয়াসলি কাজ না করলে দল রাখবে না। দল চেয়েছে বলেই সাংসদ-বিধায়ক হয়েছেন। প্রয়োজনে সাংসদরা নিজের পকেটের টাকা খরচ করে ওয়ার রুম চালাতে হবে। আমরা অন্য দলের মত সাংসদদের বেতনের ৫০% টাকা নিই না।''

এদিনের ভার্চুয়াল বৈঠক থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, ''সাংসদরা ২-১ দিন সংসদে যান, বাকি দিনগুলিতে নিজের কেন্দ্রে থাকুন। যাঁরা ধীরে চলো নীতি নিয়ে চলছেন, স্বপ্ন দেখা বন্ধ করে জেগে উঠুন। আমরা পরিশ্রম করেছিলাম বলেই বিজেপি নিজেদের মতো SIR করতে পারেনি। সাধারণ মানুষের কথা মান্যতা দিয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

SIR ইস্যুতে আরও একবার কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনকে তোপ দেগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ৭০-৮০ দিনে ১২৬ জন মারা গেলেন। সবটাই অপরিকল্পিত SIR এর জন্য। পশ্চিমবঙ্গে সবথেকে বেশি লজিকাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকা। যাঁরা রাজ্য ও দেশের নাম উজ্জ্বল করেছে, তাঁদেরকেও ছাড়া হয়নি। এখনও লজিকাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকা প্রকাশ করেনি সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের ৭২ ঘণ্টার ডেডলাইনের পরেও তালিকা প্রকাশ করেনি।''

'জেলে যেতে হলে যাব', FIR' কে গুরুত্ব দিচ্ছেন না ফারাক্কার বিধায়ক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সাম্প্রদায়িক উস্কানি ও বিডিও অফিসে হামলার অভিযোগ, ফরাক্কার তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে থানায় এফ আই আর দায়ের হল। এর পাশাপাশি লিখিত অভিযোগ থানায় জমা দিয়েছে বিজেপি।বিডিওঅফিসে হামলার চেষ্টা এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগে এ বার আইনি প্যাঁচে ফরাক্কার তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম।ফারাক্কার বিধায়ক আরও বলেন, 'বিজেপি আর নির্বাচন কমিশন এখন আলাদা আর কিছু নয় ।কমিশন এখন বিজেপির মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছে।'এদিকে প্রশাসন কেন মনিরুলের বিরুদ্ধে শত প্রণোদিতভাবে অভিযোগ দায়ের করলো না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী।

অপরদিকে ভরতপুরের বিধায়ক তথা জনগণ উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান কবিরের অভিযোগ রাজ্য প্রশাসন বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন যৌথভাবে সংখ্যালঘুদের

এরপর ৩ পাতায়

এসআইআর কেন্দ্রে দুই তৃণমূল নেতার বচসা, গালমন্দ, দেখে নেবার হুংকার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এসআইআর কেন্দ্রে, দুই তৃণমূল নেতার বচসা।একে অপরের উদ্দেশ্যে গালমন্দ। দেখে নেবার হুংকার। দুজনের এগোলমাল থামাতে হিমশিম খাচ্ছে পুলিশ। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিও ভাইরাল। মালদার রতুয়া১ নম্বর ব্লকের ঘটনা।শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র কটাক্ষ বিজেপির।এদিকে দুই নেতার প্রকাশ্যে বচসা ও বাকবিতণ্ডা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।শাসক দলকে তীব্র কটাক্ষ বিজেপির, বিজেপি উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অভিষেক সিংহানিয়া বলেন, তৃণমূল একটি উশৃংখল দল। এসআইআর কেন্দ্রের সামনে দুই নেতা একে অপরকে গালাগালি দিচ্ছেন। মারামারি করছেন। এরা একে অপরকে মানে না। এখন রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্রে মারামারি লেগেছে প্রার্থী হবার জন্য, তাই এসব হচ্ছে।এই ধরনের ঘটনা কাম্য নয়। এটা আমরা বুঝে নেব। তবে, বিরোধীদের এনিয়ে উল্লেখিত হওয়ার কিছু নেই। এই মন্তব্য জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র আশীষ কুন্ডুর। রতুয়া এখন শাসকদলের দুই নেতার পচা ও হাতাহাতিতে খবরের শিরোনামে।

রতুয়া ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, আমিরউদ্দিনের অভিযোগ, এসআইআর(SIR) শুরু হওয়ার

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

'জেলে যেতে হলে যাব', FIR' কে গুরুত্ব দিচ্ছেন না ফারাক্কার বিধায়ক

বিরুদ্ধে কাজ করছে। তৃণমূলের সমালোচনা করে হুমায়ুন কবিরের মন্তব্য ,'ওরা সংখ্যালঘু আবেগ নিয়ে দ্বিচারিতা করছে ।আগামী নির্বাচনে এর ফল টের পাবে।'শনিবার তাঁর বিরুদ্ধে ফরাক্কা থানায় লিখিত অবেদন করল বিজেপি। যদিও এই এফ আই আরকে গুরুত্ব দিতে নারাজ ফারাক্কার বিধায়ক। তার স্পষ্ট দাবি , 'জেলে যদি যেতে হয় যাব।'

শনিবার দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সম্পাদক অয়ন ঘোষের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ফারাক্কা থানায় পৌঁছয়। সেখানে বিধায়ক মনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে একটি লিখিত আবেদন জমা দিয়ে তাঁর নামে এফআইআর দায়ের করার আবেদন জানানো হয়।বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, গত ১৪ তারিখ ফরাক্কা বিডিও অফিসে ও SIR শুনানি শিবিরে অতর্কিতে হামলা চালানো হয়। অভিযোগের তির সরাসরি বিধায়ক ও তাঁর অনুগামীদের দিকে।বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয় বিধায়ক জনসমক্ষে এমন কিছু মন্তব্য করেছেন যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে পারে এবং উস্কানিমূলক।

থানা থেকে বেরিয়ে বিজেপি নেতা অয়ন ঘোষ বলেন, "একজন জনপ্রতিনিধি হয়েও তিনি যেভাবে সরকারি দফতরে হামলা চালিয়েছেন এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিচ্ছেন, তা মেনে নেওয়া যায় না। আমরা পুলিশকে জানিয়েছি, অবিলম্বে ওঁর বিরুদ্ধে এফ আই আর করে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।"যদিও এই অভিযোগকে আমল দিতে নারাজ বিধায়ক। তার বক্তব্য বিজেপি কি করল তা নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। নির্বাচন কমিশন যেভাবে শুনানির নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে আমি তার প্রতিবাদ করেছি। তার জন্য যদি জেলে যেতে হয় যাবো।

(২ পাতার পর)

এসআইআর কেন্দ্রে দুই তৃণমূল নেতার বচসা,গালমন্দ, দেখে নেবার হুংকার

পর থেকে তিনি বিভিন্ন এলাকায় ঘুরছেন। তিনি যেমন রতুয়া দুই নম্বর ব্লকে ঘুরে দেখেছেন পাশাপাশি তিনি রতুয়া এক নম্বর ব্লকে যান। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন এসআইআরের কাজ ধীরে তালে হচ্ছে। মানুষকে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে হেনস্থা হতে হচ্ছে।

আর এই নিয়ে তিনি প্রতিবাদ করেন। আর ঠিক সময় তার দলেরই আরেক নেতা শেখ মিনু চিনি রতুয়া এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাদক্ষ, তাঁর দিকে ছুটে আসেন। তাকে অসভ্য ভাষায় গালাগালি করেন ও হুমকি দেন। সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। তিনি তিনি এর প্রতিবাদ করেন।পাল্টা শেখ মিনুর দাবি, ফতুয়া দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হঠাৎ নিজের দুই নম্বর ব্লক ছেড়ে এক নম্বর ব্লকে এসে সাধারণ মানুষকে অশান্তি করার জন্য উস্কানি দিচ্ছিলেন। তিনি তার প্রতিবাদ করেছেন। আসলে, রতুয়া ২ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির এখন রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ভোটে দাঁড়ানোর ইচ্ছা হয়েছে। আর সেই কারণে এক নম্বর ব্লকে এসে এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছিলেন। তিনি এর প্রতিবাদ করেছিলেন।

(২ পাতার পর)

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হাত থেকে নিয়োগ পত্র গ্রহণ করলেন ২৫ জন চাকুরী প্রার্থী

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি, ২০২৬

কেন্দ্রীয় সরকারের মিশন মোডে নিয়োগ অভিযান-এর আওতায় ১৮তম রোজগার মেলা আজ সফলভাবে অনুষ্ঠিত হল ৭৪তম ব্যাটালিয়ন, সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী (BSF), উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রাম অঞ্চলের দিগবেড়িয়ায়। অনুষ্ঠানে বন্দর, জাহাজ ও জলপথ বিষয়ক কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রী শান্তনু ঠাকুর প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ২৫ জন নবনিযুক্ত প্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন। অনুষ্ঠানে মোট ১০০ জন প্রার্থী সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ২৫টি নিয়োগপত্র কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দ্বারা প্রদান করা হয়, এবং

এরপর ৬ পাতায়

১৮-তম রোজগার মেলায় ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ভাষণ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি, ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ১৮তম রোজগার মেলায় ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণে শ্রী মোদী এই পর্বে একাধিক উৎসব উদযাপনের সমাপতনের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্ম বার্ষিকীতে পরাক্রম দিবস উদযাপন করা হয়। আগামীকাল ২৫ জানুয়ারি জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন করা হবে। তার পরদিনই প্রজাতন্ত্র দিবস। প্রধানমন্ত্রী আজকের দিনটিকেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, আজকের এই দিনেই সংবিধানে 'জন গন মন'কে জাতীয় সঙ্গীত এবং 'বন্দে মাতরম'কে জাতীয় স্তোত্র হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। আজকের এই বিশেষ দিনেই ৬১ হাজারের বেশি তরুণ সরকারি চাকরির নিয়োগ পত্র পেয়ে তাঁদের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছেন। তিনি এই নিয়োগ পত্রকে দেশ গড়ার আমন্ত্রণ এবং উন্নত ভারত সৃষ্টির লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন, তরুণদের অনেকে দেশের সুরক্ষাকে মজবুত করবেন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার পরিমণ্ডলকে সশক্ত করবেন, আর্থিক ও শক্তি সুরক্ষাকে আরও মজবুত করবেন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। তরুণদের সঙ্গে দক্ষতার যোগসূত্র এবং কর্মসংস্থান ও স্বনিযুক্তির সুযোগ-সুবিধাকে সরকারের অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, সরকারি নিয়োগকে মিশনে পরিণত করতে রোজগার মেলা চালু করা হয়েছিল, যা বিগত কয়েক বছরে একটি প্রতিষ্ঠানের চেহারা নিয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ তরুণ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে চাকরি

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

রাজ্যে ডিজিপি নিয়োগ নিয়ে নতুন বিতর্ক, রাজীব কুমারের নাম সুপারিশেই

ডিজি নিয়োগের জন্য আগেও প্রস্তাবিত নামের তালিকা পাঠিয়েছিল রাজ্য। কিন্তু সেই তালিকা ফেরত চলে আসে। ইউপিএসসি-র বক্তব্য ছিল, 'বিধি' অনুসারে ওই তালিকা পাঠানো হয়নি। এরই মধ্যে সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনাল-এর (ক্যাটের) দ্বারস্থ হন আইপিএস রাজেশ। ১৯৯০ সালের ব্যাচের আইপিএস রাজেশ এখন রাজ্যের গণশিক্ষাপ্রসার এবং গ্রন্থাগার পরিষেবা দফতরের মুখ্যসচিব। তাঁর দাবি, ডিজি হওয়ার সমস্ত রকম যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাঁর করা মামলার প্রেক্ষিতে ট্রাইবুনাল গত বুধবার নির্দেশ দেয়, ২৩ জানুয়ারির মধ্যে ডিজি পদের জন্য প্রস্তাবিত নামের তালিকা পুনরায় ইউপিএসসি-র কাছে পাঠাতে হবে রাজ্যকে। সেই নির্দেশের পর বুধবার আট জন সিনিয়র আইপিএস-এর প্রস্তাবিত নামের তালিকা দিল্লিতে পাঠিয়ে দেয় রাজ্য সরকার। ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ অনুসারে আগামী ২৮ জানুয়ারি (বুধবার) ওই প্রস্তাবিত নামের তালিকা নিয়ে বৈঠকে বসবে ইউপিএসসি-র 'এমপ্যানেলমেন্ট কমিটি'। তার পরে ২৯ জানুয়ারি তিন জনের নাম বাছাই করে সেগুলি রাজ্যকে পাঠাবে তারা। ট্রাইবুনালের নির্দেশ, যত দ্রুত সম্ভব ওই তিন জনের প্যানেল থেকে ডিজি নিয়োগের বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে হবে রাজ্যকে।রাজ্যপুলিশের পরবর্তী ডিজি কে হবেন? বর্তমান ডিজি রাজীব কুমার অবসর নিচ্ছেন ৩১ জানুয়ারি। তাঁর সরকারি বিদায় সংবর্ধনার দিন স্থির হয়েছে ২৮ জানুয়ারি। তবুও রাজ্যের পরবর্তী ডিজি-র নাম এখনও চূড়ান্ত হয়নি। বস্তুত, সম্প্রতি নবান্ন যে পুলিশকর্তাদের নাম ওই পদের জন্য কেন্দ্রকে পাঠিয়েছে, তাতে রাজীবের নামও রয়েছে। যা থেকে এমন জল্পনা শুরু হয়েছে যে, তাঁকেই কি আবার ডিজি পদে রাখতে চাইছে রাজ্য সরকার? প্রসঙ্গত, রাজীব রাজ্যপুলিশের 'ভারপ্রাপ্ত' বা 'অস্থায়ী' ডিজি।

রাজ্য পুলিশের পরবর্তী ডিজি পদের জন্য আট জনের নাম প্রস্তাব করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সেই তালিকায় রাজীবের সঙ্গেই 'বঞ্চিত' হওয়ার অভিযোগ তোলা আইপিএস রাজেশ কুমারের নামও আছে। গত বুধবার ওই তালিকা দিল্লিতে পাঠিয়েছে রাজ্য।

নিয়ম অনুযায়ী, পুলিশের ডিজি পদে নিয়োগের জন্য সিনিয়র আইপিএস অফিসারদের নামের তালিকা রাজ্য সরকারকে পাঠাতে হয় ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ইউপিএসসি)-এর কাছে। সেখান থেকে তিন জনের নাম আসে রাজ্যের কাছে। তাঁদের মধ্যে এক জনকে পরবর্তী ডিজি হিসাবে বেছে নেয় রাজ্য সরকার। সরকারের পাঠানো তালিকায় ভারপ্রাপ্ত ডিজি রাজীব, মামলাকারী আইপিএস রাজেশের পাশাপাশি নাম রয়েছে ছয় সিনিয়র আইপিএস রণবীর কুমার, দেবাশিস রায়, অনুজ শর্মা, জগমোহন, এন রমেশ বাবু এবং সিদ্ধিনাথ গুপ্তের। প্রসঙ্গত, রাজ্য পুলিশের শেষ স্থায়ী ডিজি ছিলেন মনোজ মালবীয়। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে অবসর নেন তিনি। ডিজি নিয়োগের বিধি অনুযায়ী, মালবীয় অবসরের সময়ে যে আট জন রাজ্য পুলিশের সিনিয়র আইপিএস ছিলেন, তাঁদের নামই পাঠানো হয়েছে প্রস্তাবিত তালিকায়। সেই তালিকায় বর্তমান ভারপ্রাপ্ত ডিজি রাজীবও পড়েন। তাই তাঁর নামও পাঠাতে হয়েছে রাজ্য সরকারকে। প্রশাসনিক আধিকারিকদের একাংশের বক্তব্য, সেই প্রশাসনিক কারণেই রাজীবের নাম ওই তালিকায় রয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে, রাজীবকেই আবার ডিজি করা হবে। একটি সূত্রের দাবি, পরবর্তী স্থায়ী ডিজি পদের জন্য পীযুষ পাণ্ডে, রাজেশ কুমার এবং রণবীর কুমারের নাম আলোচনায় রয়েছে। এঁদের মধ্যে পীযুষ প্রাক্তন এসপিজি। আপাতত তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা রক্ষার গুরুদায়িত্বে রয়েছেন। তবে পরবর্তী ডিজি যে এই তিনটি নামের মধ্য থেকেই বেছে নেওয়া হবে, তা নিশ্চিত নয়।

স্থায়ী ডিজি নিয়োগের জন্য আগেও প্রস্তাবিত নামের তালিকা পাঠিয়েছিল রাজ্য। কিন্তু আইনি জটিলতায় সেই নিয়োগ হয়নি। ইউপিএসসি-র বক্তব্য, পূর্ববর্তী স্থায়ী ডিজি অবসর নেওয়ার অন্তত তিন মাস আগে পাঠাতে হত প্রস্তাবিত নামের প্যানেল। অর্থাৎ, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ওই তালিকা পাঠাতে হত। কিন্তু রাজ্য প্রস্তাবিত নামের প্যানেল পাঠিয়েছিল ওই বছরের ২৭ ডিসেম্বর। সম্প্রতি সেই প্যানেল ফেরত চলে আসে।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(বত্রিশতম পর্ব)

পূজার পরে দোয়াত-কলম পুস্তক ও বাদ্যযন্ত্রের পূজারও প্রচলন আছে। এ দিনেই অনেকের হাতেখড়ি দেওয়া হয়। পূজা শেষে অঞ্জলি দেওয়াটা খুব জনপ্রিয়। আর যেহেতু সরস্বতী বিদ্যার দেবী তাই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই এ উৎসব অনেক বড় করে পালিত হয়। আর সেখানে দল বেঁধে অঞ্জলি দেয় শিক্ষার্থীরা। মানুষের ভেতরের পশুকে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

মেট্রোয় এবার মিলবে QR কোড দেওয়া রিটার্ন টিকিটও, যাত্রী ভোগান্তি কমাতে সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মেট্রোয় আবার ফিরছে রিটার্ন টিকিট। যাত্রীদের সুবিধার্থে এবার কিউআর কোড দেওয়া টিকিটে এবার ফেরাও যাবে সহজে। ফেরার সময় আর টিকিট কাউন্টারে দাঁড়াতে হবে না। তাতে সময় বাঁচবে। ফলে একবার টিকিট কেটেই নিশ্চিন্তে যাতায়াত করতে পারবেন যাত্রীরা। শনিবার এনিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। এই টিকিটটির মেয়াদ থাকবে দিনভর।রোজকার যাতায়াতের ক্ষেত্রে মেট্রো পরিষেবা নিঃসন্দেহে সবচেয়ে দ্রুতগামী। শহরের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে নির্ঝঞ্ঝাটে অতি কম সময়ের মধ্যে পৌঁছে যেতে মেট্রোর বিকল্প নেই। তবে ইদানিং ব্লু লাইন অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত মেট্রো রুটে প্রায়ই বিভ্রাট হচ্ছে। কখনও সিগন্যাল সমস্যা, কখনও মেট্রোর রেক সমস্যা, কখনও আবার আত্মহত্যার চেষ্টায় মেট্রো পরিষেবা আংশিক ব্যাহত হওয়ার ঘটনা প্রায়ই চূড়ান্ত ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের। সেসব সমস্যার স্থায়ী সমাধানে তৎপর মেট্রো কর্তৃপক্ষ। তারই মধ্যে

এরপর ৫ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অপর দুইটি রক্তধারা দুই পার্শ্বে অবস্থিত দুইটি যোগিনীর মুখে প্রবেশ করে। এই দুইটি যোগিনীর নাম বজ্রবর্ণনী শ্যামবর্ণা ও বজ্রবৈরোচনী পীতবর্ণা। তাঁহাদের দক্ষিণ হস্তে উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত কর্ত্রি থাকে এবং বামে কপাল হৃৎপ্রদেশে রক্ষিত থাকে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(৪ পাতার পর)

মেট্রোয় এবার মিলবে QR কোড দেওয়া রিটার্ন টিকিটও, যাত্রী ভোগান্তি কমাতে সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষের

যাত্রীদের সুবিধায় একাধিক নয়া প্রকল্প চালু করছে কলকাতা মেট্রো।একসময়ে মেট্রোয় কাগজের রিটার্ন টিকিট ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে টিকিটের বদলে টোকেন এবং তারও পরে কিউআর কোড দেওয়া টিকিট চালু হওয়ায় আর ‘রিটার্ন’ সম্ভব ছিল না। এবার আবার তা ফিরছে। মেট্রোর এই ঘোষণায় খুশি যাত্রীরা।

শনিবার কলকাতা মেট্রোর তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, এবার কিউআর কোড দেওয়া টিকিট বদলে ফেলা হচ্ছে। এবার তাতে যুক্ত হচ্ছে ‘রিটার্ন’ অপশনও। পরীক্ষামূলকভাবে এই পদ্ধতি চালু হচ্ছে কলকাতা মেট্রোর সব শাখায়। কোথাও যাওয়ার সময়ে একবার মেট্রোর কাউন্টার থেকে টিকিট কাটলেই হবে। ওই টিকিট নিজের কাছে রেখে দিলে ফিরতেও পারবেন ঝঞ্ঝাটবিহীনভাবে। ফেরার সময় আর কাউন্টারের লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে না। এই টিকিট ব্যবহারের নির্দিষ্ট সময়সীমাও নেই। সারাদিনের মধ্যে যে কোনও সময় ওই টিকিট নিয়েই ফিরতে পারবেন। ব্লু, ইয়েলো, গ্রিন, অরেঞ্জ – কলকাতা মেট্রোর সব লাইনেই পরীক্ষামূলকভাবে কিউআর কোড দেওয়া রিটার্ন টিকিট চালু হচ্ছে।

চন্দ্র বসুর মুখে মমতার প্রশংসা, ভোটের আগে কি নতুন সমীকরণ?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চিরকাল কেউ শত্রু থাকে না, গতকাল কলকাতার রেড রোডে নেতাজির জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে আরও একবার তার প্রমাণ পাওয়া গেল। যে মানুষটি এক সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কট্টর সমালোচক ছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে ভোটের ময়দানে লড়াই করেছিলেন, গতকাল সেই চন্দ্র বসুকেই দেখা গেল এক সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজে।সাধারণ সৌজন্য বিনিময় নয়, বরং এর পেছনে লুকিয়ে থাকতে পারে গভীর কোনো রাজনৈতিক সমীকরণ। যে মানুষটি এক সময় মমতাকে হারানোর শপথ নিয়েছিলেন, আজ তাঁর মুখেই দিদির বন্দনা শোনা যাচ্ছে। সময়ের চাকা ঘুরে গিয়ে বাংলার রাজনীতির ইতিহাস কি নতুন দিকে মোড় নিতে চলেছে? উত্তর হয়তো সময়ের অপেক্ষায় লুকিয়ে আছে, তবে গতকালের এই ঘটনা আপাতত রাজ্য রাজনীতির সবথেকে বড় আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।মঞ্চে বসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসা করার পাশাপাশি তাঁকে 'দেশের নেত্রী' হওয়ার আহ্বান জানালেন নেতাজির এই বংশধর। যা নিয়ে বর্তমানে রাজ্য রাজনীতিতে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

ঘটনাচক্রে, ১০ বছর আগে অর্থাৎ ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর কেন্দ্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এই চন্দ্র বসু। বিজেপির টিকিটে তিনি লড়াই করেছিলেন তৃণমূল নেত্রীর বিরুদ্ধে। এরপর ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনেও দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্র থেকে বিজেপির হয়েই তিনি লড়াইয়ে নেমেছিলেন। দীর্ঘদিন বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতির দায়িত্ব সামলানোর পর, আদর্শগত পার্থক্যের কারণে ২০২৩ সালে তিনি দল ত্যাগ করেন। আর গতকালের অনুষ্ঠানে তাঁর এই ভোলবদল আগামী ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে এক বড়সড় রাজনৈতিক ইঙ্গিত বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

গতকাল মঞ্চে দাঁড়িয়ে চন্দ্র বসু স্পষ্ট ভাষায় বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এখন শুধু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে থাকলেই চলবে না, তাঁকে ভারতের নেত্রী হিসেবেও এগিয়ে আসতে হবে। তাঁর মতে, বর্তমানে দেশে যে বিভাজনের রাজনীতি চলছে, তা থেকে ভারতকে রক্ষা করতে পারেন একমাত্র নেতাজির আদর্শে বিশ্বাসী মানুষেরা। তিনি বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নাম না নিয়ে কটাক্ষ করে বলেন, কেবল মূর্তিতে মালা দিয়ে বা মিউজিয়াম বানিয়ে নেতাজিকে সম্মান জানানো যায় না, তাঁর প্রকৃত সম্মান লুকিয়ে আছে তাঁর সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ পালন করার মধ্যে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে
কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

(৩ পাতার পর)

১৮-তম রোজগার মেলায় ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ভাষণ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর

পাচ্ছেন। দেশের ৪০টির বেশি জায়গায় আজ এই ধরনের রোজগার মেলার আয়োজন করা হচ্ছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী।

শ্রী মোদী বলেন, "ভারত আজ বিশ্বের সবচেয়ে নবীন দেশগুলির অন্যতম এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই তরুণদের জন্য নতুন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার।" প্রধানমন্ত্রী বলেন, আধুনিক পরিকাঠামো ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে ভারত নজিরবিহীন বিনিয়োগে করেছে, যার ফলে নির্মাণ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, ভারতের স্টার্টআপ পরিমণ্ডল দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে, প্রায় ২ লক্ষ নথিভুক্ত স্টার্টআপে ২১ লক্ষের বেশি তরুণ কাজ করছেন। তিনি আরও বলেন, ডিজিটাল ইন্ডিয়া এক নতুন অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, অ্যানিমেশন, ডিজিটাল মিডিয়া এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারত আন্তর্জাতিক হাব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে।

ভারতের ওপর বিশ্বের ক্রমবর্ধমান আস্থার কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, ভারত বিশ্বের মধ্যে একমাত্র প্রধান অর্থনীতির দেশ হয়ে উঠেছে, গত এক দশকে জিডিপি দ্বিগুণ হয়েছে এবং এফডিআই-এর মাধ্যমে ১০০-র বেশি দেশ ভারতে লগ্নি করছে। ২০১৪ সালের আগের দশকের তুলনা টেনে শ্রী মোদী বলেন, গত এক দশকে ভারতে এফডিআই আড়াই গুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধির অর্থ হল, ভারতের তরুণদের জন্য আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ।

শ্রী মোদী বলেন, ভারত প্রধান উৎপাদক শক্তি হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করছে। নজিরবিহীন উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি ইলেক্ট্রনিক্স, ওষুধ ও টিকা, প্রতিরক্ষা এবং গাড়ির মতো ক্ষেত্রে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালের পর থেকে ভারতের বৈদ্যুতিন উৎপাদন ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে এখন ১১ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে বৈদ্যুতিন সামগ্রীর রপ্তানি ৪ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। গাড়ি শিল্পকে অন্যতম দ্রুত বিকাশশীল ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেন তিনি। শ্রী মোদী জানান, ২০২৫-এ ২ কোটির বেশি ইউনিট দু-চাকার গাড়ি বিক্রি হয়েছে, যা নাগরিকদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির বার্তা দিচ্ছে।

এই অনুষ্ঠানে ৮০০০-এর বেশি কন্যার নিয়োগপত্র পাওয়ার কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, বিগত ১১ বছরে কর্মী বাহিনীতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। মুদ্রা এবং স্টার্টআপ ইন্ডিয়ার মতো প্রকল্পে মহিলারা ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি। সেইসঙ্গে মহিলাদের স্বনিযুক্তির হার প্রায় ১৫ শতাংশ বেড়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী।

শ্রী মোদী আরও বলেন, জিএসটি-তে পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কারের ফলে তরুণ শিল্পোদ্যোগীরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী নবনিযুক্ত তরুণদের কাছে আর্জি জানিয়ে বলেন, সরকারের অংশ হিসেবে তাঁরা যেন মানুষের কল্যাণে নিজেদের স্তরে ছোট ছোট সংস্কারের উদ্যোগ নেন। তিনি বলেন, প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের এই যুগে তরুণদের নিজেদেরও উপযোগী করে তুলতে হবে। 'নাগরিক দেব ভব' চেতনা নিয়ে কাজ করার জন্য তরুণদের কাছে আবেদন জানান প্রধানমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

(৩ পাতার পর)

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হাত থেকে নিয়োগ পত্র গ্রহণ করলেন ২৫ জন চাকুরী প্রার্থী

অবশিষ্ট ৭৫টি নিয়োগপত্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের দ্বারা বিতরণ করা হয়।

নবনিযুক্ত প্রার্থীরা বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (CAPFs)–তে যোগদান করছেন, যার মধ্যে রয়েছে বিএসএফ, আসাম রাইফেলস (A R), সিআরপিএফ, সিআইএসএফ, আইটিবিপি, এসএসবি এবং বর্ডার অর্গানাইজেশন ব্রাঞ্চ (BOB)।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ–এর ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রী ভূপেন্দ্র সিং, ইন্সপেক্টর জেনারেল, বিএসএফ দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ার এবং শ্রী মঞ্জিন্দর সিং, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, বিএসএফ দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ার। তাঁরা নবনিযুক্ত প্রার্থীদের নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা ও জাতীয় সেবার মনোভাব নিয়ে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

এই অনুষ্ঠানটি ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে জাতীয় স্তরের রোজগার মেলা কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত ছিল, যেখানে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী নবনিযুক্ত চাকুরি প্রার্থীদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, রোজগার মেলা আজ একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে এবং এই উদ্যোগের মাধ্যমে সারা দেশে লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে নিয়োগপত্র পেয়েছেন। তিনি যুবসমাজকে ক্ষমতায়িত করা এবং বৃহৎ পরিসরে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে সরকারের অটল অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে সরাসরি নিয়োগপত্র বিতরণের পাশাপাশি, ই-মেল ও স্পিড পোস্টের মাধ্যমে আরও ২,৮১৫টি নিয়োগপত্র পাঠানো হয়েছে, যার ফলে এই কেন্দ্র থেকে ইস্যুকৃত নিয়োগপত্রের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২,৯১৫টি। এর মধ্যে ৭৫টি অন্যান্য দপ্তরের চাকুরি প্রার্থীরাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

পটভূমি:

রোজগার মেলা হল ভারত সরকারের একটি অন্যতম উদ্যোগ, যার লক্ষ্য মিশন মোডে বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তরে নিয়োগ প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করা। এই কর্মসূচি শুরুর পর থেকে সারা দেশে ১১ লক্ষেরও বেশি নিয়োগপত্র ইস্যু করা হয়েছে।

১৮তম রোজগার মেলা একযোগে দেশের ৪৫টি স্থানে আয়োজন করা হয়, যার মাধ্যমে নবনিযুক্ত চাকুরি প্রার্থীরা বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করে জাতি গঠন ও জনসেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চলেছেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ 'জাতীয় শিশুকন্যা দিবসে' সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি, ২০২৬

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ 'জাতীয় শিশুকন্যা দিবস' উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

এক্স প্ল্যাটফর্মে একটি পোস্টে, শ্রী শাহ বলেছেন, "'জাতীয় শিশুকন্যা দিবস' উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা। মেয়েরা যে কেবলমাত্র আমাদের দায়িত্ব নয়, বরং এক বিশাল শক্তি, জাতীয় শিশুকন্যা দিবস পালনের মাধ্যমে তা প্রতিফলিত হয়। রানী লক্ষ্মীবাঈ, রানী ভেলু নাচিয়ার, মুলা গাবহারু এবং প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের গৌরবময় উদাহরণ প্রতিটি ভারতীয় হৃদয়কে গর্ব এবং অনুপ্রেরণায় ভরিয়ে দেয়। মোদী সরকারের নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের মন্ত্র নারী শক্তিকে উন্নয়নের অগ্রভাগে স্থান দিয়েছে এবং আজ নারীরা আমাদের জাতির অগ্রগতির নেতৃত্ব দিচ্ছে।"

সিনেমার খবর

সালমান ও ধোনির মাটির মজা!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গায়ক অমৃতপাল সিং ধিলন বা এপি ধিলন আবারও একবার ইন্টারনেটকে আলোড়িত করেছেন এক ‘অপ্রত্যাশিত কোলাব’-এর মাধ্যমে। এবার তিনি বলিউড সুপারস্টার সালমান খান এবং ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক এমএস ধোনির সঙ্গে মজা করলেন অফ-রোডিং এ।

১৩ জানুয়ারি এপি ধিলন ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেন সালমান খানের প্যানভেল ফার্মহাউসে অনুষ্ঠিত একটি মাটির অ্যাডভেঞ্চারের ছবি। কিছু ছবিতে দেখা যায়, তিনজনই মাটিতে ভিজে খোলা মাঠে এটিভি (অল-টারেইন ভেহিকল) চালাচ্ছেন। একটি ছবিতে তিনজনকে দেখা যায় কাপড়ে মাটির দাগ থাকা সত্ত্বেও একে অপরের কাছাকাছি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে।

একটি ভিডিওতেও দেখা যায়, তাদের এটিভি গাড়িটি দুর্ঘটনার কারণে আটকে যায়। এপি ধিলন মজার ছলে ক্যাপশন দেন, ‘তুমি কাকে দোষ দেবে?’

পোস্টটি মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়। অনেক ফ্যান বলেন, ‘ওহ মাই গড, এটা কত মজার!’ কেউ লিখেছেন, ‘অপ্রত্যাশিত কোলাব।’ কেউ আবার মজা করে মন্তব্য করেছেন, ‘এআই ব্যবহার করা হয়েছে কি?’ এবং অন্যজন লিখেছেন, ‘চিল করে, এটা এআই না।’

এটি এপি ধিলন এবং সালমান খানের প্রথম নয়। এর আগেও সালমান এপি ধিলনের মিউজিক ভিডিও ওল্ড মানিতে এপি ধিলনের ভাই হিসেবে অভিনয় করেছেন, যেখানে সঞ্জয় দত্তও ছিলেন।

এপি ধিলন সম্প্রতি রাতান লাম্বিয়ান গান ও মিউজিক ভিডিও প্রকাশ করেছেন। গানটির কথার লেখক শিন্দা কাহলন, প্রযোজক মাইক টম্পা ও লুকা মাউটি। সালমান খান আপাতত তার নতুন ছবি ব্যাটল অব গলওয়ান–এর মুক্তির অপেক্ষায়। এই ছবি আগামী ১৭ এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।

ইন্ডাস্ট্রিতে আমার কোনো প্রেমিক নেই: মিমি

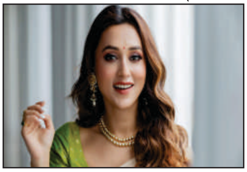

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী ক্যারিয়ারের শুরুতে ঋতুপর্ণ ঘোষের ‘গানের ওপারে’ ধারাবাহিকে ‘পুপে’ চরিত্রে অভিনয় করে বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। এরপর আর সেভাবে তাকে দেখা যায়নি। কিন্তু কেন?

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিজের ক্যারিয়ার, পারিশ্রমিক এবং ইন্ডাস্ট্রির নিয়ে খোলামেলা কথা বলেন অভিনেত্রী। নিজের কাজের মানের সঙ্গে আপস করতে তিনি যেমন রাজি নন, ঠিক তেমনই কম পারিশ্রমিকে অভিনয় করতেও চান না বলে জানিয়েছেন মিমি চক্রবর্তী।

অভিনেত্রী বলেন, আমি আসলে এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি ডিপ্লোম্যাটিক হয়ে গেছি। সত্যি বলছি— মুখের ওপর সত্যি কথা বলার অভ্যাসটা আমার এখনো বদলায়নি। তিনি বলেন, অনেকেই আমাকে কাজে ডাকেন না। কারণ আমি আমার পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে কোনো আপস করি না। আমি আমার কাজের ক্ষেত্রে শতভাগ নিবেদন দিই। তাই পারিশ্রমিকের বেলায় কেন আপস করব?

মিমি চক্রবর্তী বলেন, আমি এটা মেনেই নিয়েছি যে, ইন্ডাস্ট্রিতে আমার কোনো প্রেমিক নেই, বাবা কিংবা বড় ভাই নেই, যাদের প্রযোজনা সংস্থা আছে। তাই আমার কথা মাথায় রেখে আলাদা করে কেউ গল্প লিখবেন না। আমাকে যে অফারগুলো দেওয়া হয়, সেখান থেকেই আমি বেছে বেছে কাজ করি।

ক্যারিয়ারে শুরুর ‘গানের ওপারে’ ধারাবাহিকে ‘পুপে’ চরিত্রে অভিনয় প্রসঙ্গে অভিনেত্রী বলেন, পুপে চরিত্রটি ছিল ঋতু দার মনের সৃষ্টি। সেই ম্যাজিক অন্য কারও পক্ষে ঘটানো সম্ভব নয়। তবে আমি নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করি, এই জন্য যে ক্যারিয়ারের শুরুতেই ওরকম একটি আইকনিক চরিত্রে অভিনয় করতে পেরেছিলাম বলে জানান মিমি চক্রবর্তী।

বিয়েতে বোনের উপর প্রকাশ্যেই মেজাজ হারালেন কৃতি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সদ্যই গায়ক স্টেবিন বেনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী কৃতি শ্যাননের ছোট বোন নূপুর শ্যানন। শনিবার (১০ জানুয়ারি) ভারতের উদয়পুরে তারা গাঁটছাড়া বাধেন। বিয়ের তিনদিন পর মুম্বাইয়ে আয়োজন করেন প্রীতিভোজের, যেখানে নামী-দামী সব বলিউড তারকাদের উপস্থিতি দেখা গেছে।

এতসব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে বেশ ব্যস্ত সময়ই পার করতে হয়েছে ‘ককটেল ২’খ্যাত অভিনেত্রীকে। তবে এর মাঝেও বেশ কয়েকবার মেজাজ হারাতে দেখা গেছে কৃতিকে, যা পাপারাজ্জিদের নজর এড়ায়নি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে তেমনটাই দেখা গেছে। বিষয়টি নিয়ে নেটিজেনরাও নিজেদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করছেন।

কিছুদিন আগেই বিদেশে বাগদান সম্পন্ন করেছেন নূপুর ও স্টেবিন। কৃতির

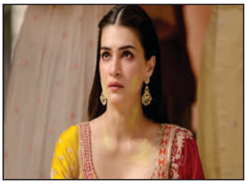

বোনকে হিরার আংটি দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেন গায়ক স্টেবিন। তার পরে উদয়পুরে প্রথমবার খ্রিস্টান মতে ও দ্বিতীয়বার হিন্দু রীতি মেনে বিয়ে হয় তাদের।

যে সমস্ত ভিডিও নেট দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, হিন্দু রীতিতে বিয়ের সময় বোনের পিছনে দাঁড়িয়ে কৃতি। ভিডিও দেখে মনে হচ্ছে, নূপুরকে সিঁদুর পরানোর সময় ভগ্নীপতি কিভাবে সিঁদুর পরাবে, সেটা নিয়েও বোনের সঙ্গে কিছুটা কথা কাটাকাটি হয়। তবে দুই বোনের কথা শোনা না গেলও তাদের অভিব্যক্তিতে বিরক্তির বিষয়টা স্পষ্ট ফুটে ওঠে।

পরে মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) মুম্বাইয়ে প্রীতিভোজের দিনও নূপুরের সঙ্গে বেশ চিৎকার করেই কথা বলতে শোনা যায় কৃতিকে। যদিও দুই বোনের কথা স্পষ্ট বোঝা যায়নি, তবে যে কারণেই হোক বড় বোন যে নূপুরকে ভালই বকা দিচ্ছেন সেটা বোঝা যায়।

ভিডিওতে দেখা যায়, প্রথমে নূপুর বড় বোনকে পাল্টা বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু হাসিমুখে চেষ্টা করেও লাভ হয়নি। কৃতি হয়তো তখন এতটাই রেগে ছিলেন যে কারো কথা শুনতে নারাজ। তাই কিছুটা বিষণ্ণ মুখেই অনুষ্ঠানকক্ষের ভেতরে ঢুকে যান নূপুর।

তবে ভিডিও দেখে নেটিজেনদের বক্তব্য, এত বড় বিয়ের অনুষ্ঠানে বোনদের মাঝে টুকটাক কথা কাটাকাটি বা মতের অমিল হতেই পারে। এটা খুবই স্বাভাবিক। বড় বোন তো ছোট বোনকে শাসন করতেই পারেন।

শুরুর ধাক্কা সামলে ঝড় তুলল ইশান-সূর্যরা, সাত উইকেটে জয় ছিনিয়ে আনল ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০৯ রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই চাপে পড়ে গিয়েছিল ভারত। মাঠে শিশির থাকলেও ম্যাট হেনরি আর জ্যাকব ডাফি-র জোরালো স্পেলে শুরুতে ধাক্কা খেতে হয়। সঞ্জু স্যামসন মাত্র ৬ রান করে ফেরেন। টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথমবার গোল্ডেন ডাকের মুখ দেখেন অভিষেক শর্মা। স্কোরবোর্ডে তখন ভারতের রান মাত্র ৬, উইকেট ২। ম্যাচ থ্রিলারে গড়ানোর সব ইঙ্গিতই ছিল।

কিন্তু সেখানেই ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে তুলে নেন ইশান কিশন ও সূর্যকুমার যাদব। এসভিএনএস আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে তৃতীয় উইকেটে ১২২ রানের ঝোড়ো পার্টনারশিপ গড়ে ম্যাচের চরিত্রটাই বদলে দেন দু'জনে। তিলক ভার্মা না থাকায় তিন নম্বরে নামা ইশান ৩২ বলে ৭৬ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে শুরুতে চাপের পাহাড় সরিয়ে দেন। এরপর জয়ের রাস্তা কার্যত মসৃণ হয়ে যায় ভারতের।

ইশান ফেরার পর ব্যাট হাতে দায়িত্ব নেন অধিনায়ক সূর্যকুমার। প্রতিপক্ষ বোলারদের একের পর এক আঘাতে ভেঙে দিয়ে ৩৭ বলে অপরাজিত ৮২ রান করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত সাত উইকেটে জয় তুলে নেয় ভারত।

পাঁচ ম্যাচের সিরিজ শুরুর আগে সূর্যের ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল, এমনকি প্রথম একাদশে তাঁর জায়গা নিয়েও জল্পনা চলছিল। তবে টিম ম্যানেজমেন্টের ভরসার মর্যাদা রেখে আবারও প্রমাণ করলেন, তিনি এখনও সেরাদের একজন।

অন্যদিকে নিউজিল্যান্ড দলে এদিন স্পষ্টই ধরা পড়ে ছন্দের অভাব। শিশিরের সুবিধা মাথায় রেখে ব্যাটিংয়ে ঝাঁপালেও নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে ছন্দ নষ্ট করে ফেলে কিউইরা। রাচিন রবীন্দ্র ৪৪ ও মিচেল স্যান্টনার অপরাজিত ৪৭ রান করে লড়াইয়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে চরিত্র, শৃঙ্খলা ও কৌশলের ঘাটতিই শেষ পর্যন্ত ম্যাচ থেকে ছিটকে দেয় নিউজিল্যান্ডকে।

মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাবের উদ্যোগে মাতলায় ফুটবল বান!

নুরসেলিম লস্কর, বাসন্তী

জলে কুমির আর ডাঙ্গায় বাঘের সঙ্গে সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যন্ত সুন্দবনের বাসিন্দাদের চিন্তা বাড়ে বর্ষা কালে তখন মাতলা নদীতে জোয়ার এলে দু-কূল ছাপিয়ে বান ডাকে ! জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায় ভিটেমাটি ।তবে এখন মাতলায় দেখা গেল ফুটবলের জোয়ার। তাও আবার মহিলা ফুটবলের! হ্যাঁ দেশের জাতীয় ক্লাব মোহনবাগানের ফ্যান্স ক্লাব চোরাডাকাতিয়া সুন্দরবন মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাব তাঁদের বাৎসরিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আয়োজন করে ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সেরা মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতার। যেখানে এরাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে মোট আট টি ফুটবল দল অংশগ্রহণ করে। চোরাডাকাতিয়া সুন্দরবন মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাবের অষ্টম বর্ষের এই বাৎসরিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে মোহনবাগান ক্লাবের পতাকা উত্তোলন করে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী, বিধায়ক শ্যামল মন্ডল।

আর এদিন এই ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে মুখোমুখি হয় গঙ্গাসাগর থানা বনাম নদিয়ার ধুবুলিয়া উইমেন্স স্টার ফুটবল ফাউন্ডেশন ।নির্ধারিত সময়ে খেলার ফলাফল গোল শুন্য থাকায় খেলা গড়াই ট্রাইব্রেকারে, সেখানেও খেলার ফলাফল না হওয়ার ফলে টস হলে নদীয়া কে টসে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় গঙ্গা সাগর থানা। খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে স্বর্গীয় মাখন চন্দ্র মন্ডল ও স্বর্গীয়া মাতঙ্গিনী মন্ডল স্মৃতি ট্রফি সহ নগত ২০হাজার টাকা ও রানার্স দলের হাতে স্বর্গীয় অমিয় গিরি স্মৃতি ট্রফি সহ নগত ১৫হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও এই ফুটবল প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড় চ্যাম্পিয়ন দলের অধিনায়িকা সন্ধ্যা মাইতির হাতে সুদৃশ্য ট্রফি সহ গোল্ডেন বলের প্রতি কি ট্রফি সহ নতুন মোবাইল ফোন সহ নানান পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় সেই সঙ্গে সেরা গোলকিপার, প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ গোলদাতা কেও পুরস্কৃত করা হয়। আর সুন্দরবনের এই মহিলা ফুটবলের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিতে অথিতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় ক্রীড়াভাষ্যকার জগতের জীবন্ত কিংবদন্তি প্রদীপ রায়, ইস্টবেঙ্গল,মোহনবাগান মোহামেডান সহ সাতবারের সন্তোষ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন প্রাক্তন ফুটবলার প্রশান্ত চক্রবর্তী ও প্রাক্তন স্বনামধন্য ফুটবলার তথা বর্তমান মোহামেডান স্পোটিং ক্লাবের ফুটবল সচিব দিপেন্দু বিশ্বাস, প্রাক্তন IFA সহ সভাপতি তথা সর্দান সমিতি কর্তা সৌরভ পাল ও বিশিষ্ট ফুটবল ম্যাচ রেফারি প্রতীক মন্ডল এবং শিক্ষা রত্ন প্রাপ্ত শিক্ষক অমল নায়েক, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক জহুরুল ইসলাম, বিশিষ্ট সমাজসেবী লোকমান মোল্লা, শুভেন্দু মন্ডল সহ আরো বিশিষ্টজনেরা।

আর এই দু-দিন ব্যাপী বাৎসরিক অনুষ্ঠান সম্পর্কে চোরাডাকাতিয়া সুন্দরবন মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাবের সভাপতি সাবির হোসেন সেখ ও ক্লাবের ক্রীড়া সম্পাদক গৌতম মাইতি বলেন, "আমাদের ক্লাবের বাৎসরিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান আর পাঁচটা ক্লাবের বাৎসরিক অনুষ্ঠানের মতো নয় আমাদের ক্লাবের বাৎসরিক অনুষ্ঠালের মূল লক্ষ্য হলো আমাদের প্রত্যন্ত সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া এলাকার মানুষদের, ছেলে মেয়েদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা ।তাই আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপের প্রায় কয়েকশো মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিয়েছি, সেই সঙ্গে অত্যন্ত সুন্দরবনের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার সাহায্যার্থে তাদের হাতে বই খাতা পেন তুলে দেওয়ার পাশাপাশি আমাদের এই বাৎসরিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অঙ্কন প্রতিযোগিতা, তবলা প্রতিযোগিতা, সংগীত প্রতিযোগিতা ও রক্তদান শিবির সহ নানানাম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে সুন্দরবনের মানুষের মনে চিন্তা ভয়কে দূরের সরিয়ে রেখে কয়েক দিনের জন্য হলেও আনন্দ ফিরিয়ে এনেছিলাম আমরা এবং এই ফুটবল প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে আমাদের সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দীপাঞ্চলের প্রতিভাববান মহিলা ফুটবলারা ফুটবল পায়ে যাতে রাজ্য তথা দেশের মাঠ কাঁপাতে পারে এবং সম্মান ছিনিয়ে আনতে পারে সেই সব প্রতিভা গ্রাম থেকে তুলে আনার জন্য আমরা বাসন্তীর চোরাডাকাতিয় মোহনবাগান ফ্যানস্ ক্লাব সব সময় অঙ্গীকার বদ্ধ"। আর মাতলা নদীর পাড়ে ধান জমিতে ফুটবল মাঠ তৈরী করে সেখানে মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর দেখে কিংবদন্তী ক্রীড়া-ভাষ্যকার প্রদীপ রায় বলেন, "সত্যি বলতে আমার এখানে এসে খুব ভালো লাগছে। কারণ, এই খেলার জন্য আমাকে দেশ, বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয় কিন্তূ এখানে এসে এখানকার মানুষের যে ভালোবাসা ও উদ্দীপনা দেখলাম! তা দেখে আমি সত্যিই অভিভূত।"

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR